18

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ "0 5" JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৭

পাঠ্যবই সঙ্কট আর নয়

গত বছর মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়ে যে সঙ্কট, কেলেঙ্কারি ও ঘাপলাবাজি হয়েছিল, যে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছিল দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের, তার স্মৃতি এখনও বেশ তরতাজা। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ বছর সে রকম সঙ্কট সৃষ্টি হবে না বা হতে দেয়া হবে না। এজন্য বুক বোর্ড পদক্ষেপও গ্রহণ করে। মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের প্রকাশনা যাতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত না থাকে সে উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণের দায়িত্ব প্রদান করে। গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বুক বোর্ড সূত্রে জানা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছে এবং ডিসেম্বরের ১৫/২০ তারিখের মধ্যে অধিকাংশ বই বাজারে চলে আসবে। কিন্তু তা হয়নি 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি'র বিরোধিতার কারণে। সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমিতি আন্দোলনে নামে। তাদের দাবি, ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ও সমাজবিজ্ঞান এবং নবম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানের পুরনো বই পুরনো প্রচ্ছদে বাজারজাত করার অনুমতি দিতে হবে। তাদের হাতে ২০ কোটি টাকার পুরনো প্রচ্ছদের পুরনো বই মজুদ রয়েছে। এ বইয়ের মাত্র একটি লাইন সংশোধন করা হয়েছে যার জন্য প্রচ্ছদ বদলানোর কোন যুক্তি নেই। নতুন প্রচ্ছদের নতুন বইয়ের সাথে এ বই বিক্রি করতে না দিলে তারা নতুন বইও বাজারজাত করবে না। অধিকাংশ পুস্তক বিক্রেতা উক্ত সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সঙ্কট। বাজারে নতুন বছরে প্রকাশিত বই আসছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত মুদ্রক ও বিপণন সমিতি বলছে, বই বাজারে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু পরিবেশ অনুকূল না হলে বাজারে ছাড়া হবে না। অর্থাৎ ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পুরনো প্রচ্ছদের পুরনো বই আর নতুন প্রচ্ছদে ছাপা নতুন বই বাজারজাতকরণ নিয়ে বুক বোর্ড ও প্রকাশক-বিক্রেতা সমিতির বিরোধ নতুন বছরেও পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালত নতুন প্রচ্ছদ ছাপানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলে নতুন প্রচ্ছদের নতুন বই বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে না। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর নতুন প্রচ্ছদে ছাপা বই নিয়ে সৃষ্ট এ বিরোধ ও আইনগত জটিলতার অবসান কবে হবে তা বলা যায় না। এদিকে পাঠ্যবই সঙ্কটের শিকার হচ্ছে প্রায় ৩০ লাখ ছাত্রছাত্রী। তারা হন্য হয়ে ঘুরছে দোকানে দোকানে। পুরনো প্রচ্ছদের পুরনো কিছু কিছু গছিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদেরকে। এমনকি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর নতুন প্রচ্ছদের বই বাজারজাতকরণে কোন আইনগত বাধা না থাকা সত্ত্বেও বাজারজাতকরণ হচ্ছে না। কারণ ব্যবসায়ীরা বলেন, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বই নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ ও জটিলতার অবসান ঘটার আগে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর বই বাজারে ছাড়লে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

বুক বোর্ড বলছে, প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি গত বছরের ২০ কোটি টাকা মূল্যের অবিক্রীত বই তাদের হাতে রয়ে গেছে বলে যে দাবি করছে তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাদের হাতে ২০ কোটি টাকার বই অবিক্রীত থাকতে গত বছর বই নিয়ে এমন সঙ্কট এবং ছাত্র-অভিভাবকদের এত ভোগান্তি কি করে সম্ভব হয়েছিল—এটাই বোর্ডের জিজ্ঞাসা। এর গ্রহণযোগ্য জবাব সমিতি দিতে পারবে কি?

এদেশের জনগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, একশ্রেণীর ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে জনগণকে জিম্মি করতেও পিছ-পা হন না। জনগণের বা তার কোন অংশের দুর্ভোগ ও হয়রানি তো তাদের কাছে সামান্য ব্যাপার। আসল কথাটা হচ্ছে মুনাফার অঙ্কটা ঠিক রাখা। সেজন্য যে কোন পদক্ষেপ বা উপায় অবলম্বনে তাঁরা দ্বিধান্বিত হন না। তাঁরা চান সরকারই তাঁদের ব্যবসাটা করিয়ে দেবে, বিনা ঝুঁকিতে লাখ-কোটি কামানোর চিরস্থায়ী সুযোগ দেবে এবং তার ফলে দেশ বা দেশের জনগণের ভাগ্যে যা হবার হোক। এ প্রবণতাটা দুর্ভাগ্যক্রমে বড়ই প্রকট। এর কাছে আত্মসমর্পণ অকল্যাণই ডেকে আনে।

নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। আমরা চাই অবিলম্বে এর অবসান ঘটুক। ত্রিশ লাখ ছাত্রছাত্রীকে জিম্মি করে মুষ্টিমেয় লোকের লাভ-লোকসানের এ খেলা, বুক বোর্ড ও ব্যবসায়ীদের এ বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়া চলবে না। আদালতের রায় ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর নতুন প্রচ্ছদের নতুন বই বাজারজাতকরণে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তা অপসারণকল্পে আইনগত পদক্ষেপ যা গ্রহণের কথা তা দ্রুত গ্রহণ করা হোক। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হয়রানি ও প্রতারণা থেকে ছাত্রছাত্রীদের অব্যাহতি দানের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস অবলম্বন করা হোক।